পল্লী-দশা ।

শ্রীআবেদআলী মিঞা
কর্ত্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত ।

পোঃ ও জেলা রঙ্গপুর
গ্রাম পানাতিপাড়া ।

প্রথম সংস্করণ ।
১৩৩২

রঙ্গপুর জয় প্রেসে
নৃত্যগোপাল সরকার দ্বারা মুদ্রিত ।

মূল্য ।০ আনা মাত্র ।

পল্লী-দশা।

শ্রীআবেদআলী মিঞা
কর্ত্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত।

পোঃ ও জেলা রঙ্গপুর
গ্রাম পানাতিপাড়া।

প্রথম সংস্করণ।
১৩৩২

রঙ্গপুর জয় প্রেসে
নৃত্যগোপাল সরকার দ্বারা মুদ্রিত।

মূল্য ‌/০ আনা মাত্র।

পল্লী-দশা।

ধন্য ধন্য মৌলানা জী তুমি হে মোদের প্রাণ।
তোমার হৃদয় সুখের মলয় আমার ভাঙ্গা জান ॥
মোশ্লেম সমাজ তোমায় গুরু বলে মানে,
গুরু-জ্ঞান তুমি দিলে মোদের কাণে,
সে গুণ গাইব আকুল পরাণে দর্শনে আজ জুড়াই প্রাণ
ছায়র করিলে বিশাল বাঙ্গালা,
ঢাকা বরিশাল ফরিদপুর কুমিল্লা;
ইউরোপ, এঙ্গুরা বোগদাদ বসরা ঘুরে কত শত তুর্কিস্থান
মোশ্লেমের আলো উজালা করিতে,
রঙ্গপুরে এলে জয়-ডঙ্কা দিতে,
মোশ্লেম সমাজ বাচালে কুপথে, হিন্দু হয় কেন মুসলমান ॥
আছে কত শত বাউলের গীতি,
পাদরির ধোকা খৃষ্টানের নীতি !
মোশ্লেমের চাই চালোকের ভিতি, প্রাণে প্রাণে চাই প্রতিদান.
তা, দেখি স্বরাজী শির উচ্চ করি,

শুন শুন কিষাণ জনা

যাবে না তোমার পাওনা দেনা;

পাটের চাষে দেশটা গেল,

আউশ চাউলের ভাত সের চার আনা।

বার মাস আবাদ করিস,

ঋণের দায় খেটে মরিস,

চিরদিন সংসারের জ্বালা,

শোধ হয়না তোর পাওনা দেনা !!

কুড়ি টাকা বেশি পাটের মণ,

নিরাণ দেনে বাকি মহাজন;

না নিলে আর কেউ পুছেনা,

এই যুগে ভাই তোর কারখানা !!

অবশেষে বেচলেম জমি;

মহাজনের ঋণে ফাঁসি

হল জ্বর কফ আর কাশি,

কচু শাক আর তাও যোটে না ॥

বাপের বাস্তু নিয়া জারি;

কেউ বা করে মারামারি,

জমা জমি সবে গেল
লেংটী তেনা তাও মিলে না !!
কেউ তিরিশ সাল বন্ধক দিয়া,
দখল করে লাঠি নিয়া;
মামলায় তার সবে গেল, এখন ভুগ্‌ছে জেহেল খানা
ছুনিয়াতে দোজখ হল,
ছন ফেলিয়া টিন করিল;
গ্রীষ্মকালে গরম বেশী, শীতকালে তার লেপ মিলে না !

হল এখন বিশাল ভারি,
নওয়াব হল পুত্র নারী;
কাজ কামে আর কেউ পারি না, কি করি তোর জাবে দেনা
টাকায় ছিল চার কুরি ধান,
এখন হল চার টাকা মণ;
মিট কুমড়া টাকায় বিশটা,
এ যুগে আর তাও মিলে না !!
আলু ছিল ছুই পয়সা সের,
কাছা কলা এক পয়সায় ঢের;
সেই [illegible] পয়সায় একটা আলু আদার সের চারআনা

পিয়াজ পটল বিক্রী হত,
চাইলে কত বিলিয়ে দিত;
এখন সে সব কোথা গেল,
সে ভাবনায় আর ঘুম আসে না ॥
উই না আদা আমরা গাধা,
টাকা টাকা গুয়ার বাদা;
কিনে খাব কোথায় পাব,
দেয় না কেহ পয়সা বিনা
গুয়া নারিকেল ক্ষেত লাগাবে;
আম কাঁঠাল ভাই ঘরে পাবে,
তা বিনে কে খুজিলে দিবে ;
সে সতিকাল আর হবে না,
আয় নাই যার খরচ জত,
পান বিড়িতে বলব কত;
সে দিগে আর কেউ চায় না,
এই যুগে বিলাসের বিনা;
ঘরে ঘরে দাসত্বের ভিত্তি,
জাগিতেছে দিবা রাতি;

মাড়োয়ারীরা লাগ্‌ পাত,
হাল ঠেলেও ভাই ভাত পাবে না !
আছে তাদের চক্ষে জ্যোতি, চুসে নিচ্ছে বঙ্গের মতি !
শেষে কি তোর হবে গতি,
এ সংসারে ভাই পর ভাবনা ॥
দিনে দিনে দেখতে পাবে,
মাড়োয়ারীদের হাতে জাবে;
তোমরা দেশী কলা খাবে,
কান্দবে ঋণ হিসাবের দিনা ।
দেখবে তোরা দুদিন পরে;
সব জাবে মাড়োয়ারীর ঘরে !
রবে তখন হাঁ করে,
আবেদের তা আছে জানা ।
এক বৎসর দর বেশী দিয়া,
তিন বৎসরে নেয় কাটিয়া;
আবেদের কথা খাটি, ইমান মাটি, বার বার করি মানা
তাঁতির কাপড় থাকতে ঘরে,
বিলাতি কাপড় কেবা পরে;

ভাত নাই আজ তাদের পেটে,
সে ভাবনা আর কেউ ভাবে না।
হিন্দুর হৃদয় সুখের মলয়, মোস্লেম হৃদয়ে বান।
উচ্চকণ্ঠে উঠনা জাগিয়া, দীনরে মোশলমান॥
দলা দলি সবে জাওনা ভুলিয়ে,
ভাই ভাই সবে মিল মিশ হয়ে;
কিশের ঝগড়া কিশের লড়াই ভাই ভাই কেন অভিমান
মিটিল না কেন ঝগড়া লরাই,
ঘরে ঘরে আজ দেখি কত ঠাই;
আত্মকলহ কার ছারানাই চাষা জাতি মোরা কাটাকাণ
(এত) মিষ্টি সাগরে বার্ত্তার ধ্বনী,
শুনেও শুনে না সে কঠিন প্রাণী;
উচ্চকণ্ঠে দিয়াছিল যেই, স্বজাতীর শিক্ষা দান;
ধরো না ধরো না পয়গম্বরের নিতি,
জাতীয় উন্নতি জাতে হবে ভিত্তি;
নবি হবে মোদের নিদানের গতী, কর কর সবে ভক্তি দান;
দাদা আদমের সৃষ্টি বিনে যেই,
তাহারি পুত্র আমরা সবে হই;

হাওয়ার সেকেণ্ডে জন্ম ল'ভিলে কোথা ছিল তখন হিন্দুয়ান
বিবাদ তাহাদের চির দিন থেকে
যবন- দেখিলে ঘৃণা করে তাকে,
নানা কারণে সমস্ত জগত চাষা বলি করে অপমান ॥

আমরা দেশের নিরীহ ছোট,
আমরা পল্লির চাষা।
আমার ঘর বাড়ী নাই,
ভাঙ্গা ঘরে করি দীনের বাসা।
দিন দরিদ্র আমরা গুষ্টী,
আমরা করি জগত পুষ্টি!
সেই ঘরে আগুন দিতে,
কত বাবুর আশা ॥
রোদে বিষ্টি আমরা খাটি,
আমার ঘরে নাই হে টাটি;
তার উপর জুলুমের লাঠি, নিলাম তামা কাশা ॥
আবাদ করি খোদার জমি,
অন্ন অভাব জাবে কমি।

জমিদারের চরণ নমি,
থাকা দায় আপন বাসা !!
পল্লী পল্লী নিয়া লাঠী,
রাজার দূত হল খাটী !
নায়েব মশায় পোয়া বার;
জিত হল তার পাশা !!

পল্লির কথা শুন হেথা তোমরা সর্ব্বজন,
বাহাদুরি করে কৃষক তাহার বিবরণ !
দেশের বলদ জায় না জলদ পাটের হল দাম,
এবার পাটা বুনতে হবে পালের গরু কাম;
বিঘা বিশেক দিবে পাটা ঘুরিয়া জেমন ঘানি,
ন মাস পরে মালিক মশায় কমর তোলে টানি,
পূর্ব্বকালে গাভীর পালে পাইত ননী ছানা;
বলদ বাছুর হলে পরে টান্‌ত লাঙ্গল খানা,
সেসব নিতী দেশের ভিতি দেখি নারে ভাই;
গোটা কত টাকা হলে মেলায় চলি জাই,
বাড়ী আনি দিয়া পানি সেই পশ্চিমা গরু !
হালে চলা হল বিষম দায় কমর হল তার সরু,

বীরপনা ছিল জানা সেই যুগেতে ভারি;
গোদের তাঁরা পূর্ব্ব পুরুষ দেখনা বিচারি,
আগের লোক যে ছিল বাহাদুর কিছুই কিনে নাই
আজ কাল মোরা কুড়ের কুলিণ মরিচ কিনে খাই,
দশ টা করি মরিচ পয়সায় নিতে হল ভাই,
পিয়াজ ছিল পয়সায় জোরা এখন চারটা পাই;
উই না জানা আমরা গাধা রায় আনা তার সের,
মিট কুমড়া টাকায় জোরা এইতো মোদের জের;
মালভোগ কলা আনা যোড়া কাঁচাকলা এক,
হয় সব ভাই কবির কথা একবার বুনে দেখ;
হায় রে শশা নাজায় দোবা; দুই আনা তার দাম,
বেগুন হল পাঁচ আনা সের বড়ই মজার কাম;
আলু পটল চার আনা সের বিক্রি করে তারা,
বুট মটর খেসারি মসুর এক দামেতে সারা;
মাছ খাওয়া ভাগ্য ভাই রে আমাদের যে নয়,
ইলিশ মাছের টাকায় জোড়া কখন দেড় হয়।
কৈ মাগুর মৎসগুলা পাটের জলে মরে,
রুগীর পথ্য পাই না দিতে সতীর প্যাজো করে।

হল যে হায় ঐ পাটের দায় ম্যালেরিয়া জ্বর,
তবু পাটের চাষ, থুইয়া কাপাশ আমরা অধম নর
ক্ষেত্রপতি করহে গতি অল্প পাটের চাষ,
আলু আদা তামাক লাগাও মিটিয়া জাবে আশ;
সব ফসল টা নিজে করি লবণ কিনে খাও,
বৃথা কেন বেশী পাটে এত কেলেশ পাও;
ষোল টাকা, ফেলে আগে পূজার বন্ধে দশ,
রাজা মহাজন পাইল না তা জ্বরে হল সব ফস্;
ষোল টাকা মণ কোষ্টা বিকিয়া মিলে হাটে,
হিসাব করি দেখ তাহা খরচে না আটে।
আপন ভুই ফসল থুই করিস পাটের চাষ,
না মিলে তার তিন টাকা দর কেমন সর্ব্বনাশ;
এবার যে ভাই নিল কোষ্টা বড়ই মজার ফের,
আগের সালে দেখবি তোরা বাট্টা কাটার জের!
ষোল দিয়া নিল জাহা পোয়া দিবে তার দাম,
দশ দিয়া কমে নিবে এই হল তার কাম!
সেই কোষ্টা বিকিয়া তুমি টাকা পাইলে আশী,
মহাজন ত বসি আছে যম ঘরের পিশি,

সেই টাকাতে মনে ছিল করিব টিনের ঘর !
খতের টাকা না জায় ফাকা মহাজন অমর,
ফুল বাগানের মালী যেমন ফুল শাজিয়া মরে !
ভোমর বন্ধু গন্ধ লুটে নিচ্ছে আপন ঘরে,
যেমন দশা হলেম মশা চিনির বলদ জত।
গাধার মত চিনি বইয়ে ঘুটে খাবি কত,
আর একটা নূতন কথা খুলে বল্‌তে হয়।
ঝগড়া ঝাটী লাঠা লাটী কার আগে জয় !
চৈদ্দ কালী জমির আলি নিয়া মারা মারি,
সেই জমিতে সব ফুরাল হাল গৃহস্থি বাড়ী !
ঝগড়া-ঝাটী লাটা লাটী রেহাই পাবে কিসে,
ঘরে ঘরে বিবাদ করি নিবে আটা ঘুণ পিশে।
মামলা সাজে নানা কাজে, হলি আপন সারা,
ঘরের টাকা পরে নিচ্ছে দালান উঠায় কারা।
সরল চাষা বুদ্দি নাসা কাছারিতে আনি,
মিথ্যা ছল সিখাতে পারে ভুরি মোটা দেওয়ানি।
হাতের টাকা হল ফাকা বেছিয়া দিল করি,
ভিক্ষার ঝুলি স্কন্ধে করিবে না হয় হাতে দড়ি !

এক কাঠা জমি বাটা মামলার কারণ,
হাজার টাকা হল রাথা পল্লীবাসীর ধন ॥
সোণার ভারত জমির আরত কমা আছে কি,
বিঘা বিশ হত জিষ হাজার টাকা দি !
লাটা লাটী কাটা কাটি ধন সর্ব্বস্ব নাশে,
মামলা সাজে সব হারাল কেউ বা কারাবাসে !
কর জুরি বিনয় করি পল্লীবাসীর ঠাই,
করজ করে টাকা নিয়ে আসনে মেলায় ভাই !
কি বলিব দুঃখের কথা না কহিলে নয়,
চক্রবৃদ্ধি বিষম সুদ ভাই সোধ করা যে ভয় !
চক্রবৃদ্ধি টাকা নিয়া সোধ করা যে দায়,
তিন মাস পরে সুধে আসল মহাজনে পায় !
বছর ঘুরে দেখ যদি টাকার বৃদ্ধি আদি,
হাল গৃহস্থি নিলাম চাষার চক্ষের জলে নদী
চাষার বুকে পাথর চাঁপা মাথায় লোহার লাঠি,
কেউ মিথ্যা উইলের মামলা সাজে নিলাম করে :
এইত হল কৃষক মৈল কি কহিব আর !
নিচের দিগে চেয়ে দেখ সকল কথার সার,

শিল্প শিক্ষা করেনা আর সবাই, বাবুর দল !
চর্ম্ম চক্ষে পাথর চাপা বরই মজার কল,
শিক্ষিত হ'য়ে গে'লেম কয়ে টাউন বাজারের কাছে,
সোণার পল্লী জঙ্গল হল শিয়াল সর্দ্দার আছে।
যজ্ঞ করে শিয়াল সর্দ্দার দিবা রাত্রি ডাকি,
ডিস্-গাচটিং তুষ্ট ছেলে বাপ কে দিচ্ছে ফাঁকি ॥
কি করি ভাই দেশী ভাষা আসেনা আর মুখে,
জন্মদাতার শিক্ষা পেয়ে তাই লেখেছি সুখে ॥
a. b. c. d. কুলিন বিদ্যা হল দেশের চাল,
টাকার গোলাম হয়ে আমরা রহিব কত কাল ॥
কাজে বালক সেই সাবালক জানহে স্বাধান,
চাকরি নিলে চির দিনে তারাই পরাধীন ॥

ঝুট্যা চুগলী দুর কর ভাই,
কলি কাল তু দেখো জি ?
বাবু হোনা আচ্ছা নেহি
মজুর হবেক কামে জি ॥

বাবু হোকে খারাফ কিয়া,
কুছ কাম নেহি জান জি ”
ওড় না পর না মজুর দেখে,
দুনিয়া চল্‌তা মজুর দি ॥
মুটে মজুর না হোলে ভাই,
অন্মান রক্ষা হোবে কি ॥
টুটা ফাটা হাল কৃষী,
মজুর দেকে হোতা জি ॥
হাট মে কৈ কুলী হুয়া,
মাথে পর মোট লিয়া জি ॥
মান ইজ্জত বাচানে ওয়ালা
কবি হোতা ভাই জো না তাতি ॥
মজুর ভালা মোট লেকে,
সদা মগন মে রহে জি ॥
বাবু হোনা আচ্ছা নেহি,
কাহে তকলীব উঠাবে জি ॥

—ঃ(*)ঃ—

এই কি হল ধর্ম্ম কলি।

যানিয়া হৈয়াছে ভোতা, এ দেশের ঐ মানুষগুলি।
আজগুবি ভাই দেখব কত, গোফ দাড়ি নাই স্ত্রীর মত,
নারীর মত আল্‌তা পরে, হৃদ্‌পিণ্ড যে যায় হে জ্বলি।
দাড়ি কাটি চাকি চাকি, গোঁফ ক্যাটি তার কিছু রাখি,
নাকের কাছে গোছ চার রোমা হৃষ্টিদাতা জাওহে দলি
জানে না কেউ আপনে হাটি, বিষম কানা চশমা আটি
ঘোড়া কাটা ঝুল্পী ছাটি, বৃথা যে বিলাসে মলি।
কেহ বা ফিরিঙ্গির সাতে, রাজপুত্র জায় সাজিতে,
চন্দ্র যে ভালুকের হাতে, ধুতি ছাড়ি প্যেন্টা ছলি॥

রাজবংশের গুষ্টি জারা,
তাঁদের দেখ কেমন ধারা।
মোদের দেশে ঘর বান্ধিয়া,
ঘুরায় মোদের গলি গলি।
কালসর্প দংশীলে পরে,
পাঠায় তারে যমের ঘরে।
লেখে লেখে হলেম ভোতা,
আর বলে না আবেদ আলী॥